ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জলবায়ু অর্থায়ন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান: প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন
শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কৌশলপত্র ও গবেষণায় স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পে জলবায়ু তহবিল ব্যবহারে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। জলবায়ু তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহে সুশাসন সংক্রান্ত নিবিড় গবেষণার অপ্রতুলতা রয়েছে। এছাড়া টিআইবি'র কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার ও জলবায়ু অর্থায়ন দুইটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত, এবং এ খাত সমূহে সুশাসন নিশ্চিতকরণে ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনে এই গবেষণায় নিম্নলিখিত গবেষণা প্রশ্ন বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে:

ক. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত বিসিসিটিএফ প্রকল্পসমূহে সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে শক্তিশালী ও দুর্বল দিকগুলো কি কি?

খ. সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকল্প বাস্তবায়ন শক্তিশালী বা দুর্বল হওয়ার কারণ এবং প্রভাব কি কি?

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পরিধি কি কি?

উত্তর: গবেষণায় বিসিসিটিএফ-এর অর্থায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহকে বাছাই করা হয়েছে। প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্যায়ে ছয়টি প্রকল্পকে গবেষণার আওতা হিসেবে নেওয়া হয় যার বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সম্পৃক্ত। প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্যায়ে সুশাসনের প্রাসঙ্গিক আটটি (প্রকল্প গ্রহণে যৌক্তিকতা, জনঅংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, ন্যায্য বণ্টন, সংগতিপূর্ণ বাস্তবায়ন, কার্য-সম্পাদন দক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং শুদ্ধাচার) সূচকের আলোকে তথ্য সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪. গবেষণার পরিধি কেন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমিত রাখা হলো?

উত্তর: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বিসিসিটিএফ-এর অর্থায়নে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় (১৪২টি প্রকল্প)। তার মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং চলমান প্রকল্পের সংখ্যা ১০৮টি। এছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা, কৌশলপত্র ও গবেষণায় স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ কারণে এ গবেষণায় শুধু স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান দ্বারা বাস্তবায়িত ছয়টি প্রকল্পকে গবেষণার আওতা হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: গবেষণায় কয়টি প্রকল্পের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় মোট ৬টি প্রকল্পের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিবেদনের তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত ছয়টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিসিসিটিএফ অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ গবেষণার ফলাফল প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন ৬: গবেষণার আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহ কীভাবে বাছাই করা হয়েছে?

উত্তর: গবেষণায় বিসিসিটি'র অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত ছয়টি প্রকল্প বাছাই করা হয়েছে। ভৌগলিক অবস্থানভেদে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল, বিসিসিএসএপি-তে নির্ধারিত থিম বা বিষয়বস্তু, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ধরন, বাস্তবায়নকাল ও বাজেটের আকার বিবেচনায় প্রকল্প নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা। তবে এতে অংশগ্রহণমূলক পরিসংখ্যানও ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণায় ছয়টি প্রকল্পকে বাছাই করা হয়েছে। পৌরসভার মাধ্যমে বাস্তবায়িত ৯১টি প্রকল্প থেকে ৪টি, জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ১৪টি প্রকল্পের ১টি এবং সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ৩টি প্রকল্পের ১টি বাছাই করা হয়েছে। এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত। গুণগত প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ফোকাস দল আলোচনা, সামাজিক মানচিত্র, কমিউনিটি স্কোর কার্ড এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যদাতারা হলেন জলবায়ু পরিবর্তন ও স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ, প্রকল্প পরিচালক, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সচিব, জনপ্রতিনিধি, প্রকৌশলী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, উপকারভোগী জনগোষ্ঠী, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, ঠিকাদার ও মিস্ত্রি। এছাড়া সংশিষ্ট আইন, বিধি, নীতিমালা, নির্দেশিকা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, বিসিসিটি'র বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও ওয়েবসাইট থেকে পরোক্ষ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে একটি বিশ্লেষণ কাঠামো অনুসৃত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৮: অংশগ্রহণমূলক পরিসংখ্যান বলতে কি বোঝায়?

উত্তর: অংশগ্রহণমূলক পরিসংখ্যান বলতে অংশগ্রহণমূলক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত সংখ্যাগত বিশ্লেষণকে বোঝানো হয়েছে। এ গবেষণায় কমিউনিটি স্কোর কার্ডকে অংশগ্রহণমূলক পরিসংখ্যান পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৯: এই গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা রয়েছে। এক্ষেত্রে গুণগত গবেষণায় অনুসরণকৃত পদ্ধতিসমূহ একাধিক সূত্র হতে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা হয়। কখনও কখনও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার জন্য একই ব্যক্তির একাধিকবার সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে।

প্রশ্ন ১০: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ গবেষণাভুক্ত বিসিসিটিএফ অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ গবেষণার ফলাফল সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন ১১: সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কোনো সাধারণীকরণ করা হয়েছে কি?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা বিধায় প্রাপ্ত তথ্যের দ্বারা কোনো সাধারণীকরণ করা হয় নি, তবে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিদ্যমান অবস্থার একটি দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

প্রশ্ন ১২: এই প্রতিবেদনে কোন সময়ের তথ্য তুলে ধরেছে?

উত্তর: বাছাইকৃত প্রকল্পসমূহের প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকাল ২০০৯ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত। এছাড়া ২০১৬ সালের মার্চ হতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করে এই প্রতিবেদনটি প্রণীত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১৩: সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে অবহিত করা হয়েছিল কি?

উত্তর: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে, বিসিসিটি এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে টিআইবি'র পক্ষ থেকে একাধিকবার চিঠি, ই-মেইল এবং টেলিফোনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যোগাযোগ করা হয়। পরবর্তীতে গবেষণার খসড়া ফলাফল স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং বিসিসিটিএর সাথে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে অবহিত করা হয় এবং থাদের প্রদত্ত ফিডব্যাকসমূহ বিবেচনায় এন চূড়ান্ত করা হয়।

প্রশ্ন ১৪: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রতিবেদন সকলের জন্য উন্মুক্ত। ইতোমধ্যে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ উপস্থিত সকলের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া একই দিনে মূল প্রতিবেদনসহ সার-সংক্ষেপ টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয় এবং যেকোনো ব্যক্তি ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারে।

#####